প্রথম আলো

তারিখ ... 30 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...২...

বিদ্যালয় আছে, শিক্ষার্থী নেই

মানসুরা হোসাইন ●

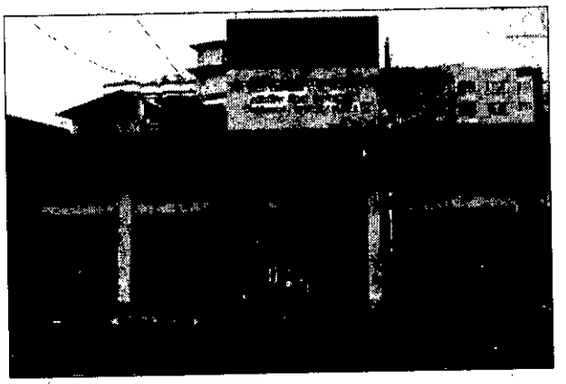

পঞ্চম শ্রেণিতে মোট শিক্ষার্থী মাত্র আটজন। এর মধ্যে তিনজন ছাত্রী। অথচ তারা কেউ স্কুলে আসেনি। কেন আসেনি, তা জানার জন্য মুঠোফোনে তাদের পরিবারের সদস্যদের ফোন দিচ্ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শাহনাজ পারভীন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে উঁকি দিয়েও দেখা গেল শিক্ষার্থী ১০ জনেরও কম।

গতকাল রোববার রাজধানীর শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. আমিন উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এ চিত্র দেখা যায়। একতলা ভবনের বিদ্যালয়টির ফটকে নাম লেখা না থাকায় এটি যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তা বুঝতেই অনেক সময় লেগে যাবে। বিদ্যালয়ের সামনে একটি জাতীয় পতাকা উড়ছে। সবুজ ঘাস, বিভিন্ন ফুলের গাছ দিয়ে ঘেরা, কিন্তু বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করে কোনো কোলাহল নেই। শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলটিতে কাগজে-কলমে ভর্তি আছে ১২০ জন শিক্ষার্থী। তবে প্রতিদিনকার উপস্থিতি খুব কম। অথচ প্রতি শ্রেণিতে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী থাকার কথা। বিদ্যালয়টিতে শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র তিনটি। দুই শিফটে ক্লাস হচ্ছে।

স্কুলটির নির্মাণকাল লেখা রয়েছে ২০১৪ সালের জুলাই মাস। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে স্কুলটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। স্কুলে মোট শিক্ষক আছেন পাঁচজন, একজন সংযুক্তিতেসহ তিনজন নারী

স্কুলটিতে কাগজে-কলমে ভর্তি আছে ১২০ জন শিক্ষার্থী। তবে প্রতিদিনকার উপস্থিতি খুব কম। প্রতি শ্রেণিতে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী থাকার কথা

এবং দুজন পুরুষ। তিনজন নারী শিক্ষকের মধ্যে একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছে স্কুলের ঘণ্টা বাজানোসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য। বিদ্যালয়টিতে দুটি টয়লেট যার একটি পুরুষ শিক্ষক ও ছাত্ররা এবং অন্যটি নারী শিক্ষক ও ছাত্রীরা ব্যবহার করে। তবে টয়লেট পরিষ্কার করার জন্য লোক নেই। স্কুলের বিভিন্ন তহবিলের টাকা দিয়ে বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে এনে টয়লেট পরিষ্কার করানো হচ্ছে। বিদ্যালয়টিতে আপাতত কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নেই। তাই বিদ্যালয়ের ঢালু পথটির প্রবেশমুখ বড় বড় ঘাসে ঢেকে আছে।

স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বিদ্যালয়টিকে নতুন বলা যাবে না। এটি স্থানান্তরিত একটি বিদ্যালয়। সূত্রাপুরের বিপিণ রায় বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ করে এটি এখানে স্থানান্তর করা হয়। আর সূত্রাপুরের বালক-বালিকারা এখন একসঙ্গে বিপিণ রায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে।

বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আবু ইফতিয়ার *প্রথম আলো*কে বলেন, সরকারের একজন কর্মকর্তা স্কুল দেখে তাঁর সন্তানকে ভর্তি করালেন। তারপর স্কুলে এসে অন্য শিক্ষার্থীদের দেখে তিনি আর তাঁর সন্তানকে আর এ স্কুলে পড়ালেন না। অন্যদিকে রাজধানীর একটি নামকরা কলেজের একজন শিক্ষক তাঁর ছেলেকে পড়াচ্ছেন বিদ্যালয়টিতে। সরকারি বিদ্যালয়ে স্কুলের ইউনিফরম বাধ্যতামূলক না হলেও সব শিক্ষার্থীকে একই রকম দেখাতে অর্থাৎ কেউ যাতে বৈষম্যের শিকার না হয়, তার জন্য দ্রুত ইউনিফরমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে, এসব বিদ্যালয়ে শুধু দরিদ্র পরিবারের শিশুরা পড়ে। এ ধারণা দূর করা জরুরি।

আবু ইফতিয়ার বেশ খানিকটা গর্বের সঙ্গেই জানালেন, বিদ্যালয়টি নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম। তবে গত বছর পঞ্চম শ্রেণিতে সাতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজনই জিপিএ-৫ পেয়েছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম প্রসঙ্গে শিক্ষকেরা জানালেন, ৩৭ শতাংশ জায়গায় নির্মিত বিদ্যালয়টির খুব কাছেই নীলক্ষেত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এলাকায় শিক্ষিত ও ধনী পরিবারের বসবাস বেশি। অন্যদিকে যে অভিভাবকেরা শিক্ষিত নন, তাঁরা সন্তানের শিক্ষার বিষয়েও সচেতন নন। অনেককে আবার মা-বাবার কাজে সাহায্য করতে হয়। এর ফলে তারা নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না। এখন শিক্ষকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা।